অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। শেষ হলো ফুটবল - শেষ হয় না জ্বর ।।

বিশ্বকাপ জ্বরে আক্রান্ত গোটা বিশ্বের এখন ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। সে কী উন্মাদনা আর টেনশন। কে পাবে বিশ্বকাপ? ফাইনালে গিয়ে যদিও প্রায় গোটা বিশ্বই ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে তবু কাপ জিতাতে পারেনি। প্রথমবারের মত ক্রোয়েশিয়ার ফাইনালে আসা সেটাও বা কম কিসের? কাপ না পেলেও সারা বিশ্বের মন জয় করে নিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার সুন্দরী প্রেসিডেন্ট কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচ। এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সারা বিশ্বের সব নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের জন্য। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর বৃষ্টিতে ভিজে দুই দলের সব খেলোয়াড়কে স্নেহময় আলিঙ্গনে জয় করে নিয়েছেন গোটা বিশ্বের হৃদয়।

অনেকের প্রশ্ন বিশ্বকাপটা ফ্রান্স জিতলো নাকি জিতলেন কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচ! লুঝনিকির ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ছিল ক্রোয়েশিয়া, কিন্তু কোটি মানুষের মন জয় করা ক্রোয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট কিতারোভিচ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী। শেষে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর একের পর এক খেলোয়াড়দের আলিঙ্গন করার মুহূর্তগুলোকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বকাপের সেরা দৃশ্য।' ক্রোয়েশিয়ার জার্সি পরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সাথে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আসেন কিতারোভিচ। গলায় পদক পরে একে একে যখন খেলোয়াড়রা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন সবাইকেই কাছে টেনে আলিঙ্গন করেছেন। ফ্রান্সের খেলোয়াড়, রেফারি-লাইন্সম্যানদেরও বাদ দেননি। এ সময় এলো বৃষ্টি। ফাইনাল যখন চলছিল, তখন না এসে সে বৃষ্টি এলো যখন তিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে। পুতিনের মাথার ওপর একটু পরেই বেশ কয়েকটি ছাতা মেলে ধরা হলেও কিতারোভিচের সেটির দরকার পড়েনি বা তিনি তার অপেক্ষাতেও থাকেননি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই একের পর এক খেলোয়াড়দের আলিঙ্গন করে চলেছেন। ফাইনাল শেষে ওই দৃশ্য যেন মন ছুঁয়ে গেল সবার। ফেবুতে মানুষ লিখেছেন - 'তিনি সমর্থকদের আরও আবেগপ্রবণ করেছেন।' কারও কারও মন্তব্য ছিলো 'বিশ্বকাপের সেরা দৃশ্য'। মাথার ওপর ছাতা নেই, তার মধ্যেই কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচ ভিজতে ভিজতে ক্রোয়েশিয়া-ফ্রান্স দুই দলের খেলোয়াড়দেরই একের পর এক আলিঙ্গন করে যাচ্ছিলেন।

প্রায় প্রতি ম্যাচেই ক্রোয়েশিয়া দলকে মাঠে থেকে উৎসাহ জুগিয়েছেন তিনি। ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাসেলস যাওয়ায় সেমিফাইনাল মিস করেছেন। ফাইনালে আবারও তার সহাস্য উপস্থিতি। সে হাসি থামেনি ক্রোয়েশিয়া ৪-২ গোলে হেরে যাওয়ার পরও। খেলা দেখতে এসেছেন নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ইকনোমি ক্লাসে টিকিট কেটে। স্টেডিয়ামে পোঁছেই গ্যালারিতে চলে গেছেন যেখানে নিজের দেশের সাপোর্টাররা বসেছিলেন সেখানে। বিপদে পড়ে গেলো রুশ নিরাপত্তা বাহিনী্ তাঁকে কিছুতেই সেখান থেকে সরানো যাচ্ছে না। উপর মহলের অনেক দেন দরবারের পর তাঁকে ভিভিআইপি গ্যালরীতে নেয়া সম্ভব হয়েছিলো।

বর্ণাঢ্য জীবন এই ক্রোয়েশীয় প্রেসিডেন্ট কলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচের। ১৯৬৮ সালের ২৯ এপ্রিল সাবেক যুগশ্লাভিয়ার ক্রোয়েশিয়া অংশের রিজেকায় জন্মগ্রহণ করেন কলিন্দা। পঞ্চাশ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট ছাত্র জীবনের প্রথম দিকেই 'ছাত্র বিনিময় কর্মসূচী'র অংশ হিসাবে নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামস হাই স্কুলে এক বছর কাটিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে কালিন্দা গ্রাবার ভিয়েনা, ওয়াশিংটন ডিসি, জাগরেব এবং হার্ভার্ডে অধ্যয়ন করেছেন। দেশে ফেরার তিন বছর আগে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করেছেন।

কলিন্দা গ্রাবার ক্রোয়েশিয়া, ইংলিশ, স্পেনিশ এবং পুর্তিগিজ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। এছাড়া জার্মান, ফ্রান্স এবং ইতালিয়ান ভাষাও কিছু বুঝতে পারেন।

১৯৯৩ সালে তিনি ক্রোয়েশিয়া ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নে যোগদান করার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে চাকরী করেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে কলিন্দা গ্রাবার যুক্তরাষ্ট্রে ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্বপালন করেছেন। এর আগে তিনি ন্যাটোর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবেও কাজ করেছেন।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দেশটির চতুর্থ প্রেসিডেন্ট এবং মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথম।

বলছিলাম ফুটবল জ্বরের কথা। এ জ্বর সেরেও সারছে না। ফেসবুকে বন্ধুরা লিখছেন বিশ্বকাপ শেষ এবার কী করবো? গত উইকএন্ডে এক দাওয়াতে গেছি। আমন্ত্রিতরা সবাই অনেকক্ষণ চুপ। একজন বলে উঠলেন কী হলো সবাই চুপ কেন? আরেকজন বললেন বিশ্বকাপ শেষ এখন কী নিয়ে মাঠ গরম করবো। আরেকজন বললেন বিশ্বকাপ আসলেই একটা জ্বর । এই জ্বরে কারো মাথা ঠিক থাকে না। যেমন ঠিক থাকে না নাওয়া খাওয়া ঘুম আর বিশ্রামের। আরেকজন বললেন- আরে ভাই জ্বর না'হলে প্রতিবেশী আর্জেন্টিনা সমর্থক স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে কুপকাত করে দেয় ব্রাজিল সমর্থক দম্পতি? এখনও পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে আছেন এ আহত দম্পতি । খেলা নিয়ে তর্কবিতর্ক, তারপর দল, তারপর মেসি- নেইমার এবং অবশেষে দাঁ বটি। এটা বাংলাদেশেরই কাহিনী।

এবার জ্বরের আরেক কাহিনী বললেন আরেকজন। ছেলে বিয়ে করছে। মহা ধুমধাম। ডেকরেটর এনে গেট সাজানো হলো। তবে ছেলে আগেই ডেকরেটরদের বলে দিয়েছে গেট হতে হবে আর্জেন্টিনার গেট। অর্থাৎ গেট দেখলে যেন অন্ধও বলতে পারে এটা আর্জেন্টিনার সাপোর্টারের বিয়ে হচ্ছে। তথাস্তু। আর্জেন্টিনার পতাকার রং-এর আদলে গেট হলো। ছেলে বিয়ে করতে গেলো। বউ নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলো তখনি বাধলো হ্যাপা। বউ কিছুতেই গাড়ী থেকে নামবে না। সে ঐ আর্জেন্টিনার গেট দিয়ে শ্বশুরবাড়ী ঢুকবে না কারণ সে এবং তার পুরো পরিবার ব্রাজিলের সাপোর্টার। এই নিয়ে বহু ঝগড়াঝাটি। ছেলে মেয়ে দুজনেই একরোখা। ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষ দুটো আলাদা দল হয়ে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল দল হয়ে গেলো। বিয়ে ভেঙ্গে যায় যায় এমন অবস্থা। বহু রেফারী ওখানে। সবারই লাল কার্ড হলুদ কার্ড শেষ তবুও বিবাদ থামে না। অবশেষে পুলিশ রেফারী এসে একটা ফয়সালা হলো। গেটের দুপাশে দুটো ব্রাজিলের পতাকা লাগিয়ে দিয়ে বধুর গৃহ প্রবেশ হলো।

ফুটবলের জ্বর আস্তে আস্তে আমাদের দেশের রাজনীতির মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো সেদিন এক বক্তৃতায় বলেই ফেললেন -"আমাদের প্রধানমন্ত্রী মেসির মত পেনাল্টি মিস করেন না।" বলুন তো জ্বর না হলে কেউ এমন কথা বলে? ওদিকে আগামীতে রাষ্ট্রপতি হবার খোয়াবে বিভোর প্রাক্তন ভিসি এমাজ উদ্দীন প্রেসক্লাবে বললেন - চার শর্তে বিএনপি নির্বাচনে যাবে যার একটি শর্ত হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপিকে রাখতে হবে এবং তখন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসনসহ সব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব বিএনপিকে দিতে হবে। এবার বুঝুন কেমন জ্বরে পেয়েছে। এর আগে তাঁরা বলতেন ঈদের পরেই সরকারের পতন ঘটিয়ে দেবো কিন্তু বলেন না কোন ঈদ বা কোন সালের ঈদ। এরশাদ সাহেবেরও গায়ে জ্বর। তিনি বলছেন আগামী নির্বাচনে সব কটি আসনে তাঁর দল জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে। এবার বলুন! বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় রাশিয়াতে আর সে জ্বরে আক্রান্ত বাংলাদেশের রাজনীতি।

মাগুরার কৃষক আমজাদ হোসেন ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা জার্মানীর পতাকা তৈরী করেছেন জমি বেচা টাকা দিয়ে। তাঁর এ জ্বর সামলাতে তাঁর বাড়ীতে পেঁছে গেছেন খোদ জার্মান রাষ্ট্রদূত। ২০০৬

সাল থেকে আমজাদ হোসেন ফুটবল বিশ্বকাপের সময় জার্মানির পতাকাবানিয়ে তা প্রদর্শন করেন। ২০০৬ সালে এই পতাকার দৈর্ঘ্য ছিল দেড় কিলোমিটার। এরপর পতাকার দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। ২০১০ সালে পতাকা হয় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ। ২০১৪ সালে সাড়ে তিন কিলোমিটার এবং এবারের ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে এই পতাকার দৈর্ঘ্য হলো সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার।

এই জ্বরের রেশ খেলা শেষ হয়ে গেলেও চলতেই থাকে। ২০১৬তে মীরপুর ষ্টেডিয়ামে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলছিলো। টিকেটের জন্য প্রচন্ড ভীড়। টেলিভিশনের কলাকুশলীরা ব্যস্ত সব এর ছবি ওর ইন্টারভিউ নিয়ে। তো এক টিভি সাংবাদিক লাইনে দাঁড়ানো এক ক্রিকেটপ্রেমীকে জিজ্ঞেস করলেন - আপনি ক্রিকেট ভালবাসেন তাই না ? জ্বি খুব ভালবাসি। আচ্ছা তো আজকে আপনি কার সাপোর্টার? তিনি বললেন আর্জেন্টিনা। কি বুঝলেন?

সেই-ই রকম জ্বর।